নামক সামান্য থাকে। এটিই সর্বাধিক পদার্থে থাকে। তাই 'সত্তা' নিঃসন্দেহে পরসামান্য। দ্রব্যত্ব সামান্যটি সব দ্রব্যে থাকে, কিন্তু গুণ ও কর্মে থাকে না। তাই এটি সত্তার তুলনায় কম পদার্থে থাকে। ফলে এটি অপর সামান্য। কিন্তু ঘটত্ব সামান্যটি কেবল 'ঘট' (কলসী) নামক দ্রব্যে থাকে, পট (কাপড়) প্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্যে থাকে না। সুতরাং এটি দ্রব্যত্বের তুলনায় কম পদার্থে থাকে তাকে বলে অপর সামান্য। দেখা গেল যে দ্রব্যত্ব ঘটত্বের চেয়ে বেশী পদার্থে থাকে বলে পর সামান্য ; আবার সত্তার চেয়ে কম পদার্থে থাকে বলে অপর সামান্য। সুতরাং দ্রব্যত্বকে পরাপর সামান্য নামক তৃতীয় এক প্রকার সামান্যও বলা যায়—এরূপ মত অনেকে প্রকাশ করেন।

বিশেষ

৭।। নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ো বিশেষাস্তনন্তা এব।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—নিত্য-দ্রব্য-বৃত্তয়ঃ বিশেষাঃ তু অনন্তাঃ এব।

অর্থ—বিশেষ নামক পদার্থ নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং বিশেষ সংখ্যায় অনন্ত (অর্থাৎ অসংখ্য)।

দীপিকা—বিশেষং বিভজতে—নিত্যেতি। পৃথিব্যাদি-চতুষ্টয়স্য পরমাণব আকাশাদি-পঞ্চকং চ নিত্যদ্রব্যাণি।।

আলোচনা—পৃথিবী, অপ্ (জল), তেজস্ (অগ্নি, আলোক প্রভৃতি) ও বায়ু—এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু এবং আকাশ, দিক, কাল, আত্মা ও মন নামক বাকি পাঁচটি দ্রব্য হল নিত্য দ্রব্য। কারণ, এদের (উৎপত্তি ও) বিনাশ নেই। প্রতিটি দ্রব্যের পরমাণুতে এবং আকাশাদি দ্রব্যে একটি করে পৃথক বিশেষ থাকে। পরমাণু অসংখ্য বলে বিশেষও অসংখ্য।

সমবায়

৮।। সমবায়স্ত্বেক এব।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—সমবায়ঃ তু একঃ এব।।

অর্থ—সমবায় কিন্তু একই (এর কোন প্রকারভেদ নেই)।

দীপিকা—সমবায়স্য ভেদঃ ন অস্তি ইতি আহ—সমবায়ঃ তু ইতি।

আলোচনা—সমবায়ের কোনো শ্রেণীভেদ করা যায় না ; তাই তা এক।

অভাব

৯।। অভাবশ্চ তুর্বিধঃ। প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবোঽত্যন্তাভাবোঽন্যোন্যাভাবশ্চেতি।।

সন্ধিবিযুক্ত করা পাঠ—অভাবঃ চতুর্বিধঃ। প্রাক্-অভাবঃ প্রধ্বংস-অভাবঃ অত্যন্ত-অভাবঃ অন্যোন্য-অভাবঃ চ ইতি।।

অর্থ—অভাব চারপ্রকার—(১) প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

দীপিকা—অভাবং বিভজতে অভাব ইতি।।

১০।। তত্র গন্ধবতী পৃথিবী। সা দ্বিবিধা নিত্যা অনিত্যা চ। নিত্যা পরমাণু-রূপা। অনিত্যা কার্যরূপা। পুনঃ ত্রিবিধা শরীর-ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভেদাৎ। শরীরম্ অস্মৎ-আদীনাম্। ইন্দ্রিয়ম্ গন্ধ-গ্রাহকম্ ঘ্রাণম্ নাসা-অগ্রবর্তি। বিষয়ঃ মৃৎ-পাষাণ-আদিঃ।।

নিত্যদ্রব্যগুলি অতীন্দ্রিয়, তাই তাদের মধ্যে অবস্থিত বিশেষও অতীন্দ্রিয়। এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞেয় নয়। এরা একমাত্র যোগজ প্রত্যক্ষ আর অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয়। সম্ভবতঃ বৈশেষিক দর্শনেই প্রথম 'বিশেষ' নামক পদার্থের কথা বলা হয়েছিল বলে দর্শনটির এরূপ 'বৈশেষিক' দর্শন নাম হয়েছে। অন্ত্যবিশেষ — চরম ব্যবর্তক

সমবায়

৭৯।। নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অযুত-সিদ্ধ-বৃত্তিঃ। যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ। যথাবয়বাবয়বিনৌ গুণ-গুণিনৌ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবন্তৌ জাতি-ব্যক্তী বিশেষ-নিত্যদ্রব্যে চেতি।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—নিত্য-সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অযুত-সিদ্ধ-বৃত্তিঃ। যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একম্ অবিনশ্যৎ অপর-আশ্রিতম্ এব অবতিষ্ঠতে তৌ অযুতসিদ্ধৌ। যথা অবয়ব-অবয়বিনৌ, গুণ-গুণিনৌ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবন্তৌ জাতি-ব্যক্তী বিশেষ নিত্যদ্রব্যে চ ইতি।।

শব্দার্থ—নিত্যসম্বন্ধঃ—নিত্য সম্বন্ধকে বলে। সমবায়ঃ—সমবায়। অযুতসিদ্ধবৃত্তিঃ—অযুতসিদ্ধ পদার্থে থাকে। যয়োঃ দ্বয়োঃ—যে দুটি পদার্থের। মধ্যে—মধ্যে। একম্—একটি। অবিনশ্যৎ—বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত। অপর-আশ্রিতম্ এব—অপরটিকে আশ্রয় করেই। অবতিষ্ঠতে—থাকে। তৌ—সেই দুটি পদার্থ। অযুতসিদ্ধৌ—অযুতসিদ্ধ। যথা—যেমন। অবয়ব-অবয়বিনৌ—অবয়ব ও অবয়বী। গুণ-গুণিনৌ—গুণ ও গুণী। ক্রিয়া-ক্রিয়াবন্তৌ—ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ দ্রব্য। জাতি-ব্যক্তী—জাতি ও ব্যক্তি। বিশেষ-নিত্যদ্রব্যে—বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য। চ—এবং। ইতি—এই। গুণী → দ্রব্য / ক্রিয়া → কর্ম / ক্রিয়াবান → দ্রব্য

অর্থ—সমবায় হল নিত্য সম্বন্ধ। তা থাকে অযুতসিদ্ধ পদার্থে। যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ অপর পদার্থটিতে আশ্রিত থাকে, সেই পদার্থযুগলকে বলে অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগল। যেমন—অবয়ব ও অবয়বী, গুণ ও গুণী (গুণবিশিষ্ট) দ্রব্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ (ক্রিয়াযুক্ত) দ্রব্য, জাতি ও ব্যক্তি এবং বিশেষ ও নিত্য দ্রব্য। *

দীপিকা—সমবায়ং লক্ষয়তি—নিত্যেতি। সংযোগেঽতিব্যাপ্তি-বারণায় নিত্যেতি। আকাশাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় সম্বন্ধ ইতি। অযুতসিদ্ধ-লক্ষণমাহ—যয়োরিতি। নীলো ঘট ইতি বিশিষ্ট-প্রতীতি-র্বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়া বিশিষ্ট-প্রতীতিত্বাদ্ দণ্ডীতি প্রতীতিবদ্বিতি সমবায়-সিদ্ধিঃ। অবয়বাবয়বিনাবিতি। দ্রব্য-সমবায়ি-কারণমবয়বঃ। তজ্জন্য-দ্রব্যমবয়বি।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—সমবায়ম্ লক্ষয়তি—নিত্য ইতি। সংযোগে অতিব্যাপ্তি-বারণায় নিত্য-ইতি। আকাশ-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় সম্বন্ধঃ ইতি। অযুতসিদ্ধ-লক্ষণম্ আহ—

* এই পাঁচ প্রকার পদার্থ যুগল এর মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে।

যয়োঃ ইতি। নীলঃ ঘটঃ ইতি বিশিষ্ট-প্রতীতিঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়া, বিশিষ্ট-প্রতীতিত্বাৎ, দণ্ডী ইতি প্রতীতিবৎ ইতি সমবায়-সিদ্ধিঃ। অবয়ব-অবয়বিনৌ ইতি। দ্রব্য-সমবায়ি-কারণম্ অবয়বঃ। তৎ-জন্য-দ্রব্যম্ অবয়বি।।

শব্দার্থ—সমবায়ম্ লক্ষয়তি—সমবায়ের লক্ষণ দিচ্ছেন। নিত্য-ইতি—'নিত্য' ইত্যাদি। সংযোগে—সংযোগ নামক সম্বন্ধে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। নিত্য-ইতি—লক্ষণে 'নিত্য' কথাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। আকাশ-আদৌ—আকাশ ইত্যাদি নিত্য পদার্থে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। সম্বন্ধঃ ইতি—লক্ষণে 'সম্বন্ধঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অযুতসিদ্ধ-লক্ষণম্—অযুতসিদ্ধের লক্ষণ। আহ—বলছেন। যয়োঃ ইতি—'যয়োঃ' ইত্যাদি। নীলঃ—নীল, কালো। ঘটঃ—কলস। ইতি—এই। বিশিষ্ট-প্রতীতিঃ—বিশিষ্ট প্রতীতি (বোধ বা জ্ঞান)। বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়া—বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় করে। বিশিষ্ট-প্রতীতিত্বাৎ—যেহেতু তা একটি বিশিষ্ট প্রতীতি। 'দণ্ডী'—দণ্ডী (দণ্ডধারী ব্যক্তি)। ইতি—এই। প্রতীতিবৎ—প্রতীতির মত। ইতি—এই অনুমানের দ্বারা। সমবায়-সিদ্ধিঃ—সমবায়ের সিদ্ধি (অস্তিত্ব প্রমাণিত) হয়। অবয়ব-অবয়বিনৌ ইতি—'অবয়ব-অবয়বী' কথার অর্থ। দ্রব্য-সমবায়ি-কারণম্—দ্রব্যের সমবায়ী কারণকে বলে। অবয়বঃ—অবয়ব। তৎ-জন্য-দ্রব্যম্—তার দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে বলে। অবয়বি—অবয়বী।

আলোচনা—বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সাতটি মূল পদার্থের অন্যতম হল সমবায়। পদের অর্থকেই অর্থাৎ পদের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়কেই ভারতীয় দর্শনে পদার্থ বলা হয়।

বৈশেষিক সূত্রকার আচার্য কণাদের মতে উপাদান কারণ ও তার কার্যের (তার দ্বারা উৎপন্ন পদার্থের) মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে, তাকে সমবায় সম্বন্ধ বলে। কোন কার্য উৎপন্ন হয়ে যে কারণটিতে থাকে, তাকে ঐ কার্যের উপাদান কারণ বলে। কার্য তার উপাদান কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই উপাদান কারণকে সমবায়ী কারণও বলা হয়।

আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহে সমবায়ের লক্ষণ দিয়েছেন—"নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ"; অর্থাৎ, নিত্য সম্বন্ধকে বলে সমবায়। অর্থাৎ সমবায় একটি সম্বন্ধ, কিন্তু তা নিত্য সম্বন্ধ। সংযোগও একটি সম্বন্ধ। তাই সমবায়কে কেবল সম্বন্ধ বললে সংযোগে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু সংযোগ নিত্য নয়, অনিত্য সম্বন্ধ। তাই সংযোগে সমবায়-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'নিত্য' কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার সমবায়কে সম্বন্ধ না বলে কেবল নিত্য পদার্থ বললে লক্ষণটি আকাশাদি নিত্যপদার্থ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হত বলে আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু আকাশাদি সম্বন্ধ নয়। তাই সমবায় লক্ষণে 'সম্বন্ধ' কথাটি প্রয়োগ করে আকাশাদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে।

সমবায় সম্বন্ধের স্বরূপ ভালভাবে বোঝাবার জন্য আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহে বলেছেন যে, সমবায় সম্বন্ধ থাকে অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগলের মধ্যে। তিনি অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগলের লক্ষণ দিয়েছেন—"যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ"; অর্থাৎ যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ অপরটিতে আশ্রিত হয়েই থাকে, সেই পদার্থযুগলকে বলে অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগল। এরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থ আছে পাঁচ জোড়া—(১) অবয়ব ও অবয়বী, (২) গুণ ও গুণী, (৩) ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্,

(৪) জাতি ও ব্যক্তি এবং (৫) বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য। এই পাঁচটি পদার্থযুগলের প্রতিটি যুগলের পদার্থদ্বয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধটি নিত্য এবং তাকেই বলে সমবায় সম্বন্ধ।

অবয়বী যতক্ষণ বিনষ্ট না হয় ততক্ষণ তা অবয়বেই আশ্রিত থাকে। আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় অবয়বের লক্ষণ দিয়েছেন—"দ্রব্য-সমবায়ি-কারণমবয়বঃ"; অর্থাৎ কোন দ্রব্যের সমবায়ী কারণকে সেই দ্রব্যের অবয়ব বলা হয়। তিনি অবয়বীর লক্ষণ দিয়েছেন—"তজ্জন্য-দ্রব্যমবয়বি"; অর্থাৎ, অবয়বের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে বলে অবয়বী। অবয়বী যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ তা অবয়বেই আশ্রিত থাকে। তাই অবয়ব ও অবয়বী হল অযুতসিদ্ধ যুগল। এদের মধ্যে সম্বন্ধটি হল সমবায় সম্বন্ধ। অবয়বী সমবায় সম্বন্ধেই তার অবয়বে আশ্রিত থাকে। গুণ ও ক্রিয়া যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ কোন দ্রব্যেই আশ্রিত থাকে। তাই এদের সম্বন্ধটি সমবায়। বিশেষও নিত্য পদার্থ এবং তা নিত্য দ্রব্যেই সর্বদা আশ্রিত থাকে। তাই এদের সম্বন্ধটিও নিত্য। সুতরাং এদের সম্বন্ধটি সমবায় সম্বন্ধ। জাতি বা সামান্য যতক্ষণ না বিনষ্ট হয় ততক্ষণ তা ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই থাকে। তাই এরাও অযুতসিদ্ধ যুগল এবং এদের সম্বন্ধটিও সমবায় সম্বন্ধ। সুতরাং অবয়বী অবয়বে, গুণ গুণী দ্রব্যে, ক্রিয়া ক্রিয়াবান দ্রব্যে, জাতি ব্যক্তিতে এবং বিশেষ নিত্যদ্রব্যে থাকে সমবায় সম্বন্ধে।

"দণ্ডী পুরুষঃ" (দণ্ডধারী লোক) বললে দণ্ড ও পুরুষের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ আছে বোঝা যায়। তার জন্য উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ নামে আর একটি সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। কোন একটি সম্বন্ধরূপ মাধ্যম ছাড়া দুটি পদার্থের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। তেমনি—"নীলো ঘটঃ" (কালো কলসী) বললেও নীল রং রূপ গুণ এবং ঘটরূপ দ্রব্যের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ আছে বোঝা যায়। এই সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যম রূপেও একটি সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা সংযোগ সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ সংযোগ অনিত্য; কিন্তু নীল রং ও ঘটের মধ্যেকার সম্বন্ধটি নিত্য। (দণ্ডের মত) ঘটের নীল (কাল) রং ঘটকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই এই সম্বন্ধটি সংযোগ থেকে একটি পৃথক সম্বন্ধ। তারই নাম দেওয়া হয়েছে সমবায় সম্বন্ধ। এইভাবে "নীলো ঘট ইতি বিশিষ্টপ্রতীতিঃ বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধ-বিষয়া, বিশিষ্ট প্রত্যয়ত্বাৎ, দণ্ডীতি প্রত্যয়বৎ" ('নীল ঘট' এই বিশিষ্ট জ্ঞানটি বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধকেও বিষয় করে, যেহেতু এটি 'দণ্ডী' এরূপ বিশিষ্ট বোধের মতই বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) প্রতীতি (বুদ্ধি, বোধ বা জ্ঞান)। —এই অনুমানের দ্বারাই সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। 'দণ্ডী পুরুষ' এই প্রতীতিতে দণ্ডরূপ বিশেষণ এবং পুরুষ (ব্যক্তি) রূপ বিশেষ্যের সংযোগ সম্বন্ধ বিষয় হয়। 'নীল ঘট' এই প্রতীতিতে তেমনি বিশেষণ নীল এবং বিশেষ্য ঘটের সমবায় সম্বন্ধ বিষয় হয়।

প্রতিটি কার্যই তার সমবায়ি কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। কার্য সমবায়ী কারণে সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। কারণ কার্যের পূর্বে থাকে। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধ সব কার্যের অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের পূর্বে থাকে। সুতরাং সমবায়কে কার্য বা অনিত্য বলা চলে না, তাকে নিত্য বলেই স্বীকার করতে হয়। সমবায়কে কার্য বললে তার জন্য অন্য সমবায় স্বীকার করতে হয় এবং এইভাবে অনন্ত সমবায় স্বীকার করে চলতে হয় বলে অনবস্থা দোষ হয়।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সংযোগ ও সমবায়ের পার্থক্য বোঝা যায়। সংযোগ একটি

* সংযোগ সম্বন্ধ কেবল দুটি (যুতসিদ্ধ) দ্রব্যের মধ্যে থাকে।

সংযোগ একপ্রকার গুণপদার্থ, সমবায়ের মতো স্বতন্ত্র পদার্থ নয়।

অনিত্য সম্বন্ধ ; কিন্তু সমবায় একটি নিত্য সম্বন্ধ। সংযোগ সম্বন্ধ থাকে যুতসিদ্ধ পদার্থ যুগলে (যে দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে, সেরূপ দুটি পদার্থে) ; কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ থাকে অযুতসিদ্ধ পদার্থযুগলে (যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অপরটিতেই আশ্রিত থাকে, বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, এমন পদার্থযুগলে)। তাছাড়া, ডঃ রাধাকৃষ্ণাণের মতে সংযোগ হল একটি বাহ্য সম্বন্ধ ; কিন্তু সমবায় একটি আভ্যন্তর সম্বন্ধ। অবশ্য অনেক দার্শনিকের মতে আভ্যন্তর সম্বন্ধ হল দুটি পদার্থের মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ, যে দুটি পদার্থের একটিও অপরটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি অপরটিকে ছেড়ে থাকলেও তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। যেমন, অবয়বীকে ছেড়েও অবয়ব তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। তাঁদের মতে এই কারণে সমবায়কে আভ্যন্তর সম্বন্ধ না বলে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলাই ভাল।

অভাব

৮০।। অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ। উৎপত্তেঃ পূর্বং কার্যস্য। সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ। উৎপত্তনন্তরং কার্যস্য। ত্রৈকালিক-সংসর্গাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোঽত্যন্তাভাবঃ। যথা ভূতলে ঘটো নাস্তীতি। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোঽন্যোন্যাভাবঃ। যথা ঘটঃ পটো ন ভবতীতি।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—অনাদিঃ স-অন্তঃ প্রাক্-অভাবঃ। উৎপত্তেঃ পূর্বম্ কার্যস্য। স-আদিঃ অনন্তঃ প্রধ্বংসঃ। উৎপত্তি-অনন্তরম্ কার্যস্য। ত্রৈকালিক-সংসর্গ-অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্ত-অভাবঃ। যথা ভূতলে ঘটঃ ন অস্তি ইতি। তাদাত্ম্য-সংসর্গ-অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্য-অভাবঃ। যথা ঘটঃ পটঃ ন ভবতি ইতি।।

শব্দার্থ—অনাদিঃ—আদি বা উৎপত্তি যার নেই। স-অন্তঃ—অন্ত বা বিনাশ যার আছে। প্রাক্-অভাবঃ—তাকে বলে প্রাগভাব। উৎপত্তেঃ—উৎপত্তির। পূর্বম্—পূর্বে। কার্যস্য—কার্যের অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের। স-আদিঃ—যে পদার্থের আদি বা উৎপত্তি আছে। অনন্তঃ—যে পদার্থের অন্ত বা বিনাশ নেই। প্রধ্বংসঃ—তাকে বলে প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব। উৎপত্তি-অনন্তরম্—উৎপত্তির পরে। কার্যস্য—কার্যের অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থের যে অভাব হয়। ত্রৈকালিক-সংসর্গ-অবচ্ছিন্ন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালের সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। প্রতিযোগিতাকঃ—প্রতিযোগীর ভাব যার আছে। অত্যন্ত-অভাবঃ—তার নাম অত্যন্তাভাব। যথা—যেমন। ভূতলে—ভূতলে। ঘটঃ—কলসী। ন অস্তি—নেই। ইতি—এই। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ-অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকঃ—তাদাত্ম্য (স্বরূপ) সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর (যার অভাব তার) ভাব যার আছে, তার নাম। অন্যোন্য-অভাবঃ—অন্যোন্যাভাব। যথা—যেমন। ঘটঃ—কলসী। পটঃ—কাপড়। ন ভবতি—নয়। ইতি—এই।

অর্থ—যে অভাবের আদি (উৎপত্তি) নেই অথচ অন্ত (বিনাশ) আছে, তাকে বলে প্রাগভাব (প্রাক্ অভাব)। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের (উৎপন্ন পদার্থের) যে অভাব থাকে তা হল তার প্রাগভাব। যে অভাবের আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই, তাকে বলে প্রধ্বংসাভাব (প্রধ্বংস অভাব)। যেমন—কোন কার্যের উৎপত্তির পরে তার বিনাশ হলে ঐ কার্যের অভাব। ত্রৈকালিক সংযোগাদি সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে যে পদার্থের অভাব থাকে, তার সেই অভাবকে বলে

অত্যন্তাভাব (অত্যন্ত অভাব)। যেমন—ভূতলে কলসী নেই। তাদাত্ম্য (স্বরূপ) সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে যে পদার্থের অভাব থাকে, তার সেই অভাবকে বলে অন্যোন্যাভাব (অন্যোন্য অর্থাৎ পারস্পরিক) অভাব। যেমন—ঘট (কলসী) পট (কাপড়) নয় (ঘটে পটের স্বরূপ নেই)।

দীপিকা—প্রাগভাবং লক্ষয়তি—অনাদিরিতি। আকাশাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় সান্ত ইতি। ঘটাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় অনাদিরিতি। প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ প্রতিযোগি-জনকো ভবিষ্যতীতি ব্যবহার-হেতুঃ প্রাগভাবঃ। প্রধ্বংসং লক্ষয়তি—সাদিরিতি। ঘটাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় অনন্ত ইতি। আকাশাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায় সাদিরিতি। প্রতিযোগি-জন্যঃ প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তির্ধ্বস্ত-ব্যবহার-হেতুর্ধ্বংসঃ। অত্যন্তাভাবং লক্ষয়তি—ত্রৈকালিকেতি। অন্যোন্যাভাবেঽতিব্যাপ্তি-বারণায় ত্রৈকালিকেতি। অন্যোন্যাভাবং লক্ষয়তি—তাদাত্ম্যেতি। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকারোপ্য-সংসর্গ-ভেদাদেক-প্রতিযোগিতয়োরপ্যত্যন্তাভাবান্যোন্যা-ভাবয়োর্বহুত্বম্। কেবল-দেবদত্তাভাবো দণ্ড্যভাব ইতি প্রতীত্যা বিশিষ্টাভাবঃ। একসত্ত্বে দ্বৌ ন স্ত ইতি প্রতীত্যা দ্বিত্বাবচ্ছিন্নোঽভাবঃ। সংযোগ-সম্বন্ধেন ঘটবতি সমবায়-সম্বন্ধেন ঘটাভাবঃ। তত্তদ্ঘটাভাবাদ্ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-সামান্যাভাবশ্চাতিরিক্তঃ। এবমন্যোন্যা-ভাবোঽপি। ঘটত্বাবচ্ছিন্নঃ পটো নাস্তীতি ব্যাধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবো নাঙ্গীক্রিয়তে। পটে ঘটত্বং নাস্তীতি তস্যার্থঃ। অতিরিক্তত্বে স কেবলান্বয়ী।

সাময়িকাভাবোঽত্যন্তাভাব এব সময়-বিশেষে প্রতীয়মানঃ। ঘটাভাববতি ঘটানয়নেঽত্য-ন্তাভাবস্যা-ন্যত্র গমনাভাবেঽপ্যপ্রতীতের্ঘটাপসরণে সতি প্রতীতেঃ ভূতলে ঘট-সংযোগ-প্রাগভাব-প্রধ্বংসয়োরত্যন্তাভাব-প্রতীতি-নিয়ামকত্বং কল্প্যতে। ঘটবতি তৎসংযোগ-প্রাগভাব-প্রধ্বংসয়োরসত্ত্বাদত্যন্তাভাবস্যাপ্রতীতিঃ। ঘটাপসরণে চ সংযোগ-ধ্বংস-সত্ত্বাৎ প্রতীতিরিতি। কেবলাধিকরণাদেব নাস্তীতি ব্যবহারোপপত্তাবভাবো ন পদার্থান্তরমিতি গুরবঃ। তন্ন। অভাবানঙ্গীকারে কৈবল্যস্য নির্বক্তুমশক্যত্বাৎ। অভাবাভাবো ভাব এব নাতিরিক্তঃ অনবস্থা-প্রসঙ্গাৎ। ধ্বংস-প্রাগভাবঃ প্রাগভাব-ধ্বংসশ্চ প্রতিযোগ্যেব। অভাবা-ভাবোঽতিরিক্ত এব তৃতীয়াভাবস্য প্রথমাভাব-রূপত্বান্নানবস্থেতি নবীনাঃ।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—প্রাক্-অভাবম্ লক্ষয়তি—অনাদিঃ ইতি। আকাশ-আদৌ অতিব্যাপ্তি বারণায় স-অন্তঃ ইতি। ঘট-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় অনাদিঃ ইতি। প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ প্রতিযোগি-জনকঃ ভবিষ্যতি ইতি ব্যবহার-হেতুঃ প্রাক্-অভাবঃ। প্রধ্বংসম্ লক্ষয়তি—স-আদিঃ ইতি। ঘট-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় অনন্তঃ ইতি। আকাশ-আদৌ অতিব্যাপ্তি-বারণায় স-আদিঃ ইতি। প্রতিযোগি-জন্যঃ প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ ধ্বস্ত-ব্যবহার-হেতুঃ ধ্বংসঃ। অত্যন্ত-অভাবম্ লক্ষয়তি ত্রৈকালিক-ইতি। অন্যোন্য-অভাবে অতিব্যাপ্তি-বারণায় ত্রৈকালিক-ইতি। অন্যোন্য-অভাবম্ লক্ষয়তি—তাদাত্ম্য-ইতি। প্রতিযোগিতা-অবচ্ছেদক-আরোপ্য-সংসর্গ-ভেদাৎ এক-প্রতিযোগিকয়োঃ অপি অত্যন্ত-অভাব-অন্যোন্য-অভাবয়োঃ বহুত্বম্। কেবল-দেবদত্ত-অভাবঃ দণ্ডী-অভাবঃ ইতি প্রতীত্যা বিশিষ্ট-অভাবঃ। একসত্ত্বে দ্বৌ ন স্তঃ ইতি প্রতীত্যা দ্বিত্ব-অবচ্ছিন্ন-অভাবঃ। সংযোগ-সম্বন্ধেন ঘটবতি সমবায়-সম্বন্ধেন ঘট-অভাবঃ। তৎ-তৎ-ঘট-অভাবাৎ ঘটত্ব-অবচ্ছিন্ন-

প্রতিযোগিক-সামান্য-অভাবঃ চ অতিরিক্তঃ। এবম্ অন্যোন্য-অভাবঃ অপি। ঘটত্ব-অবচ্ছিন্নঃ পটঃ ন অস্তি ইতি ব্যধিকরণ-ধর্ম-ব্যবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবঃ ন অঙ্গীক্রিয়তে। পটে ঘটত্বম্ ন অস্তি ইতি তস্য অর্থঃ। অতিরিক্তত্বে সঃ কেবল-অন্বয়ী।

সাময়িক-অভাবঃ অত্যন্ত-অভাবঃ এব সময়-বিশেষে প্রতীয়মানঃ। ঘট-অভাববতি ঘট-আনয়নে অত্যন্ত-অভাবস্য অন্যত্র গমন-অভাবে অপি অপ্রতীতেঃ ঘট-অপসারণে সতি প্রতীতেঃ ভূতলে ঘট-সংযোগ-প্রাক্-অভাব-প্রধ্বংসয়োঃ অত্যন্ত-অভাব-প্রতীতি-নিয়ামকত্বম্ কল্প্যতে। ঘটবতি তৎ-সংযোগ-প্রাক্-অভাব-প্রধ্বংসয়োঃ অসত্ত্বাৎ অত্যন্ত-অভাবস্য অপ্রতীতিঃ। ঘট-অপসারণে চ সংযোগ-ধ্বংস-সত্ত্বাৎ প্রতীতিঃ ইতি। কেবল-অধিকরণাৎ এব ন অস্তি ইতি ব্যবহার-উপপত্তৌ অভাবঃ ন পদার্থ-অন্তরম্ ইতি গুরবঃ। তৎ ন। অভাব-অনঙ্গীকারে কৈবল্যস্য নির্বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ। অভাব-অভাবঃ ভাবঃ এব ন অতিরিক্তঃ অনবস্থা-প্রসঙ্গাৎ। ধ্বংস-প্রাক্-অভাবঃ প্রাক্-অভাব-ধ্বংসঃ চ প্রতিযোগী এব। অভাব-অভাবঃ অতিরিক্তঃ এব তৃতীয়-অভাবস্য প্রথম-অভাব-রূপত্বাৎ ন অনবস্থা ইতি নবীনাঃ।।

শব্দার্থ—প্রাক্-অভাবম্ লক্ষয়তি—প্রাগভাবের লক্ষণ দিচ্ছেন। অনাদিঃ ইতি—'অনাদিঃ' ইত্যাদি। আকাশ-আদৌ—আকাশ ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। স-অন্তঃ ইতি—'সান্তঃ' এই পদটি লক্ষণে দেওয়া হয়েছে। ঘট-আদৌ—ঘট ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। 'অনাদিঃ' ইতি—'অনাদিঃ' এই পদটি লক্ষণে দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ—প্রতিযোগীর (যার অভাব সেই পদার্থের) সমবায়ি কারণে (উপাদানে) অবস্থিত। প্রতিযোগি-জনকঃ—প্রতিযোগীর জনক (উৎপাদক)। 'ভবিষ্যতি'—হবে। ইতি—এই। ব্যবহারহেতুঃ—কথা ব্যবহারের কারণ। প্রাক্-অভাবঃ—প্রাগভাব। প্রধ্বংসম্ লক্ষয়তি—প্রধ্বংসের (ধ্বংসাভাবের) লক্ষণ দিচ্ছেন। স-আদিঃ ইতি—'সাদিঃ' ইত্যাদি। ঘট-আদৌ—ঘট ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। 'অনন্তঃ' ইতি—লক্ষণে 'অনন্তঃ' এই পদটি দেওয়া হয়েছে। আকাশ-আদৌ—আকাশ ইত্যাদিতে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। স-আদিঃ ইতি—লক্ষণে 'সাদিঃ' পদটি দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগি-জন্যঃ—প্রতিযোগীর দ্বারা উৎপন্ন। প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ—প্রতিযোগীর সমবায়ীকারণে অবস্থিত। ধ্বস্ত-ব্যবহার-হেতুঃ—'ধ্বংস হয়েছে' এই কথা ব্যবহারের কারণ। ধ্বংসঃ—ধ্বংসাভাব। অত্যন্ত-অভাবম্ লক্ষয়তি—অত্যন্তাভাবের লক্ষণ দিচ্ছেন। ত্রৈকালিক-ইতি—'ত্রৈকালিক' ইত্যাদি। অন্যোন্য-অভাবে—অন্যোন্যাভাবে। অতিব্যাপ্তি-বারণায়—অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য। ত্রৈকালিক ইতি—'ত্রৈকালিক' ইত্যাদি কথা লক্ষণে দেওয়া হয়েছে। অন্যোন্য-অভাবম্ লক্ষয়তি—অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ দিচ্ছেন। তাদাত্ম্য-ইতি—'তাদাত্ম্য' ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা-অবচ্ছেদক-আরোপ্য-সংসর্গ-ভেদাৎ—প্রতিযোগির ভাবের অবচ্ছেদক আরোপ্যের (ধর্মের বা বৈশিষ্ট্যের) অথবা সংসর্গের (সম্বন্ধের) ভেদবশতঃ। এক-প্রতিযোগিকয়োঃ অপি—একটি মাত্র প্রতিযোগী-বিশিষ্ট হলেও। অত্যন্ত-অভাব-অন্যোন্য-অভাবয়োঃ—অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাবের। বহুত্বম্—বহু প্রকারত্ব হয়। কেবল-দেবদত্ত-অভাবঃ—কেবল দেবদত্তের অভাব। দণ্ডী-অভাবঃ—দণ্ডীর (দণ্ডধারীর) অভাব। ইতি—এই। প্রতীত্যা—প্রতীতির দ্বারা। বিশিষ্ট-অভাবঃ—বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) অভাব হয়। এক-

সত্ত্বে—এক থাকলেও। দ্বৌ—দুই। ন স্তঃ—নেই। ইতি—এই। প্রতীত্যা—প্রতীতির দ্বারা। দ্বিত্ব-অবচ্ছিন্ন-অভাবঃ—দ্বিত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অভাব হয়। সংযোগ-সম্বন্ধেন—সংযোগ সম্বন্ধে। ঘটবতি—ঘট যাতে আছে তাতে। সমবায়-সম্বন্ধেন—সমবায় সম্বন্ধে। ঘট-অভাবঃ—ঘটের অভাব থাকে। তৎ-তৎ-ঘট-অভাবাৎ—সেই সেই ঘটের অভাব থেকে। ঘটত্ব-অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক-সামান্য-অভাবঃ—ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী-বিশিষ্ট সামান্যাভাব। চ—এবং। অতিরিক্তঃ—অতিরিক্ত (বাড়তি অন্য এক অভাব)। এবম্—এরূপ। অন্যোন্য-অভাবঃ অপি—অন্যোন্যাভাবও নানাপ্রকার হয়। ঘটত্ব-অবচ্ছিন্ন-পটত্ব—ঘটত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন পট (কাপড়)। ন অস্তি—নেই। ইতি—এই। ব্যধিকরণ-ধর্ম-অবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবঃ—ব্যধিকরণ (ভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থিত) ধর্মের (বৈশিষ্ট্যের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী-বিশিষ্ট অভাব। ন—না। অঙ্গীক্রিয়তে—স্বীকার করা হয়। পটে—কাপড়ে। ঘটত্বম্—ঘটত্ব। ন-অস্তি—নেই। ইতি—এই। তস্য—তার। অর্থঃ—অর্থ। অতিরিক্তত্বে—অতিরিক্ত (বাড়তি অন্য কিছু) হলে। সঃ—তা। কেবল-অন্বয়ী—কেবলান্বয়ী হয়।

সাময়িক-অভাবঃ—সাময়িক অভাব। অত্যন্ত-অভাবঃ এব—অত্যন্তাভাবই। সময়-বিশেষে—সময় বিশেষে। প্রতীয়মানঃ—প্রতীয়মান হয়। ঘট-অভাববতি—যেখানে ঘটের অভাব আছে সেখানে। ঘট-আনয়নে—ঘট আনা হলে। অত্যন্ত-অভাবস্য—[ঘটের] অত্যন্তাভাবের। অন্যত্র—অন্য স্থানে। গমন-অভাবে অপি—গমন না হওয়া সত্ত্বেও। অপ্রতীতেঃ—প্রতীতি না হওয়ায়। ঘট-অপসারণে সতি—ঘটটিকে অপসারণ করলে (সরিয়ে নিয়ে গেলে)। প্রতীতেঃ—প্রতীতি না হওয়ায়। ভূতলে—ভূতলে। ঘট-সংযোগ-প্রাগভাব-প্রধ্বংসয়োঃ—ঘট সংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবের। অত্যন্ত-অভাব-প্রতীতি-নিয়ামকত্বম্—অত্যন্তাভাবের প্রতীতির নিয়ামকত্ব। কল্প্যতে—কল্পিত হয়। ঘটবতি—যেখানে ঘট আছে সেই পদার্থে। তৎ-সংযোগ-প্রাগভাব-প্রধ্বংসয়োঃ—তার অর্থাৎ ঘটের সংযোগের প্রাগভাবের ও ধ্বংসাভাবের। অসত্ত্বাৎ—অনুপস্থিতির (না থাকার) ফলে। অত্যন্ত-অভাবস্য—[ঘটের] অত্যন্তাভাবের। অপ্রতীতিঃ—প্রতীতি হয় না। ঘট-অপসারণে—ঘট সরিয়ে নিলে। চ—এবং। সংযোগ-ধ্বংস-সত্ত্বাৎ—ঘট-সংযোগের ধ্বংসাভাব থাকায়। প্রতীতিঃ—প্রতীতি হয়। ইতি—এই। কেবল-অধিকরণাৎ এব—কেবল [তথাকথিত অভাবের] অধিকরণ থেকেই। ন-অস্তি—নেই। ইতি—এই। ব্যবহার-উপপত্তৌ—কথা ব্যবহারের উপপত্তি (যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা) হওয়ায়। অভাবঃ—অভাব। ন—নয়। পদার্থ-অন্তরম্—অন্য পদার্থ। ইতি—এই মত প্রকাশ করেন। গুরবঃ—প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায়। তৎ—তা অর্থাৎ সেই মত। ন—যুক্তিযুক্ত নয়। অভাব-অনঙ্গীকারে—অভাব অস্বীকার করলে। কৈবল্যস্য—কৈবল্যের। নির্বক্তুম্—ব্যাখ্যা করা। অশক্যত্বাৎ—সম্ভব না হওয়ায়। অভাব-অভাবঃ—অভাবের অভাব। ভাবঃ এব—ভাবপদার্থই। ন—নয়। অতিরিক্তঃ—অন্য কিছু। অনবস্থা-প্রসঙ্গাৎ—অনবস্থা দোষ হয় বলে। ধ্বংস-প্রাক্-অভাবঃ—ধ্বংসাভাবের প্রাগভাব। প্রাক্-অভাব-ধ্বংসঃ—প্রাগভাবের ধ্বংসাভাব। চ—এবং। প্রতিযোগী এব—প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগীই। অভাব-অভাবঃ—অভাবের অভাব। অতিরিক্তঃ এব—একটি অতিরিক্ত অভাবই। তৃতীয়-অভাবস্য—তৃতীয় অভাবটির (অভাবাভাবের অভাবের)। প্রথম-অভাব-রূপত্বাৎ—প্রথম

অভাব স্বরূপ হওয়ায়। ন—হয় না। অনবস্থা—অনবস্থা দোষ। ইতি—এই মত প্রকাশ করেন। নবীনাঃ—নব্য নৈয়ায়িকগণ।

আলোচনা—অভাব মানে কোন পদার্থের অস্তিত্বহীনতা। সাংখ্যদর্শন ও প্রভাকরের অনুগামী মীমাংসকগণের মতে অভাব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয় ; যেখানে অভাবের কথা বলা হয়, অভাবটি প্রকৃতপক্ষে সেই অধিকরণ অর্থাৎ আশ্রয় পদার্থটি মাত্র। টেবিলের উপর বইটি নেই বা 'বইটির অভাব আছে'—কথাটির অর্থ টেবিলটি আছে। কারণ, তখন টেবিলটির প্রত্যক্ষ হয়। কেবল অধিকরণ দ্বারাই 'নাস্তি' (নেই) কথাটি ব্যবহারের কারণ যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বৈশেষিকগণ ও নৈয়ায়িকগণ মনে করেন অভাব একটি স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার্য। নতুবা কৈবল্য ব্যাখ্যা করা যায় না। 'কেবল টেবিল আছে' মানে টেবিল ছাড়া আর সব পদার্থের অভাব আছে। দিনের বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা যেমন আকাশে সূর্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, তেমনি চন্দ্র-তারকার অভাবও প্রত্যক্ষ করি।

আচার্য অন্নংভট্ট অভাবের কোন লক্ষণ দেননি। তবে বলা যায় যে, ভাব ভিন্ন পদার্থই (পদের অর্থই) অভাব (ভাবভিন্নত্বমভাবত্বম্)। অভাবকে তিনি তাঁর তর্কসংগ্রহে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংস বা ধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব ও (৪) অন্যোন্যাভাব।

প্রাগভাব—তর্কসংগ্রহে প্রাগভাবের লক্ষণ—"অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ" ;অর্থাৎ, যে অভাবের আদি (উৎপত্তি) নেই অথচ অন্ত (বিনাশ) আছে, তাকে প্রাগভাব বলে। ঘটাদি কোন পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে তার যে অভাব থাকে, তাকে ঐ ঘটাদি পদার্থের প্রাগভাব বলে। এই অভাবের কোন আদি অর্থাৎ আরম্ভ বা উৎপত্তি নেই ;তাই তা অনাদি। আবার ঘটাদি উৎপন্ন হলেই এই অভাবের অন্ত অর্থাৎ শেষ বা বিনাশ হয় ; তাই তা সান্ত অর্থাৎ অন্তবিশিষ্ট। লক্ষণে কেবল 'অনাদিঃ' পদটি থাকলে আদি (অর্থাৎ উৎপত্তি) হীন আকাশাদি সম্বন্ধেও লক্ষণটি প্রযোজ্য হত। ফলে আকাশাদিতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু আকাশাদির অন্ত অর্থাৎ বিনাশ নেই। তাই আকাশাদিতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য প্রাগভাবের লক্ষণে 'সান্তঃ' পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। লক্ষণে কেবল 'সান্তঃ' পদটি থাকলে ঘটাদি অন্তযুক্ত অর্থাৎ বিনাশশীল পদার্থে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু ঘটাদি কার্যদ্রব্যের আদি আছে। তাই ঘটাদিতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'অনাদিঃ' পদটি গৃহীত হয়েছে। তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় আচার্য অন্নংভট্ট বলেছেন—"প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তিঃ প্রতিযোগি-জনকো ভবিষ্যতীতি ব্যবহারহেতুঃ প্রাগভাবঃ" ;অর্থাৎ যে পদার্থের অভাব তার সমবায়ী কারণে (অর্থাৎ উপাদানে) অবস্থিত এবং সেই পদার্থের জনক (উৎপত্তির কারণ) ও 'হবে' এই কথাটি ব্যবহারের হেতু, সেই অভাবকে সেই পদার্থের প্রাগভাব (প্রাক্ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বকালের অভাব) বলে। একটি মাটির ঘটের (কলসের) উৎপত্তির পূর্বে ঐ ঘটের অভাব থাকে তার সমবায়ী কারণ (অর্থাৎ উপাদান) মাটিতে (বা মাটি দিয়ে তৈরী কপাল-কপালিকায়)। এই অভাব আবার ঘটের জনক বা উৎপত্তির কারণ ; যেহেতু ঘটের অভাব থাকলে তবেই তা মেটাতে ঘট তৈরী করা হয়। আবার ঘট না থাকলে

প্রাগভাব সমবায়ি কারণ — কোন পদার্থের উৎপত্তির অন্যতম কারণ হল ঐ পদার্থের প্রাগভাব।

তবেই 'ঘটো ভবিষ্যতি' (ঘট হবে) এরূপ কথা লোকে ব্যবহার করে। তাই এই অভাব 'ভবিষ্যতি' কথাটি ব্যবহারের হেতু।

প্রধ্বংস বা ধ্বংসাভাব—তর্কসংগ্রহে প্রধ্বংসের লক্ষণ—"সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ"; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থের যে অভাবের আদি আছে অথচ অন্ত নেই, সেই অভাবকে ঐ পদার্থের প্রধ্বংস (বা ধ্বংসাভাব) বলে। একটি ঘট ধ্বংস হলে অর্থাৎ ভেঙে গেলে ঐ ঘটটির অভাব উৎপন্ন হয়, তাই ঐ অভাব সাদি (আদিযুক্ত)। কিন্তু ঠিক ঐ ঘট আর কখনো উৎপন্ন হয় না ; তাই ঐ অভাবের অন্ত অর্থাৎ শেষ বা বিনাশ নেই বলে তা অনন্ত (অন্তহীন)। লক্ষণে কেবল 'সাদিঃ' পদটি থাকলে আদিযুক্ত অর্থাৎ উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু ঘটাদির অন্ত অর্থাৎ শেষ বা বিনাশ আছে। তাই ঘটাদিতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'অনন্তঃ' পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার উক্ত লক্ষণে কেবল 'অনন্তঃ' পদটি থাকলে আকাশাদি অনন্ত (বিনাশহীন) পদার্থে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হত। কিন্তু আকাশাদির আদি অর্থাৎ উৎপত্তি নেই। তাই আকাশাদিতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'সাদিঃ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। দীপিকায় আচার্য অন্নংভট্ট ধ্বংসাভাবের লক্ষণ দিয়েছেন—"প্রতিযোগি-জন্যঃ প্রতিযোগি-সমবায়ি-কারণ-বৃত্তি-ধ্বস্ত-ব্যবহার-হেতু-ধ্বংসঃ" ; অর্থাৎ, যে পদার্থের অভাব তার দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থের সমবায়ী কারণে (উপাদানে) অবস্থিত এবং 'ধ্বস্ত' (ধ্বংস বা নষ্ট হয়েছে) কথাটি ব্যবহারের হেতু যে অভাব, তাই হল ঐ পদার্থের ধ্বংসাভাব। একটি ঘট থাকলে তবেই তা ধ্বংস হতে পারে। তাই ঘট হল ঘটের ধ্বংসাভাবের জনক বা কারণ ; অর্থাৎ ঘটের ধ্বংসাভাব ঘটজন্য (ঘটের দ্বারা উৎপন্ন)। ঘটটি ধ্বংস হলে ঘটটির সমবায়ী কারণ (উপাদান) পড়ে থাকে এবং ঘটের ধ্বংসাভাব ঐ সমবায়ী কারণে থাকে। ঘটটি ধ্বংস বা নষ্ট হলে লোকে বলে 'ঘটো ধ্বস্তঃ' অর্থাৎ ঘটটির ধ্বংসাভাব ঘটটি বিধ্বস্ত (ধ্বংস হয়েছে) কথাটি ব্যবহারের হেতু।

অত্যন্তাভাব—তর্কসংগ্রহে অত্যন্তাভাবের লক্ষণ—" ত্রৈকালিক-সংসর্গাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোঽত্যন্তাভাবঃ";অর্থাৎ কোন পদার্থের যে অভাব তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের) সংসর্গের (সম্বন্ধের) দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট বা সীমাবদ্ধ) অর্থাৎ নিত্য এবং তাদাত্ম্য (স্বরূপসম্বন্ধ) ভিন্ন অন্য সংযোগাদি সম্বন্ধের দ্বারা যার প্রতিযোগিতা (যার অভাব তার সেই ভাব) অবচ্ছিন্ন, সেই অভাবকে বলে ঐ পদার্থের অত্যন্তাভাব। লক্ষণে 'সংসর্গ' কথাটি গ্রহণ করে অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি নিবারণ করা হয়েছে। অন্যোন্যাভাবও ত্রৈকালিক বা নিত্য, কিন্তু তা সংসর্গাবচ্ছিন্ন নয়, তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্ন। প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাবে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে 'ত্রৈকালিক' কথাটি গৃহীত হয়েছে। এই দুটি অভাব সংসর্গাবচ্ছিন্ন হলেও ত্রৈকালিক নয়। যেমন—'ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ' (এই ভূতলে ঘটের অভাব আছে অর্থাৎ কলসী নেই)। এক্ষেত্রে ঘট অস্তিত্বহীন নয় ; অন্য কোথাও ঘট আছে, কিন্তু এই ভূতলে তার সংসর্গ অর্থাৎ সংযোগাদি সম্বন্ধ নেই। তাই এই অভাবটি সংসর্গাবচ্ছিন্ন, তাদাত্ম্যবিশিষ্ট নয়। এই অভাব ত্রৈকালিক বা নিত্য। কারণ, এই অভাব অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অবশ্য অনেকের মতে ভূতলে একটি ঘট আনলে আর ঘটের অভাব থাকে না ; তাই এই অভাব

ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন বা নিত্য নয়; একে সাময়িক অভাব নামে একটি পৃথক শ্রেণীর অভাবের উদাহরণ বলা উচিত। তাঁদের মতে আকাশ কুসুমের মত অলীক পদার্থের অভাবই ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন অভাব তথা অত্যন্তাভাব। কিন্তু আচার্য অন্নংভট্ট দীপিকা টীকায় বলেছেন যে, ভূতল থেকে ঘট সরিয়ে নিলে ভূতলে যে ঘটাভাব হয় তা কোথা থেকে এল এবং ঘট আবার আনলে সেই ঘটাভাব কোথায় চলে গেল, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ঘটাভাব সেখানেই থাকে, কোথাও যাওয়া-আসা করে না। ভূতলে ঘটের সংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব আমাদের ঐ ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের প্রযোজক। এই দুটির একটি না থাকলেই আমাদের ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। ভূতলে ঘট আনলে ঘটসংযোগের প্রাগভাব থাকে না বলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘট সরিয়ে নিয়ে আবার আনলে ঘটসংযোগের প্রধ্বংসাভাব থাকে না বলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। ঘট থাকলে এই ভাবে ঘটাভাবও থাকে, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাখ্যাই ভাল। সুতরাং ভূতলে ঘটাভাবই ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্ন অভাব তথা অত্যন্তাভাবের যথার্থ উদাহরণ।

অন্যোন্যাভাব—তর্কসংগ্রহে অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ—"তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোঽন্যোন্যাভাবঃ"; অর্থাৎ, তাদাত্ম্য (স্বরূপ) সম্বন্ধ যে অভাবের প্রতিযোগিতার (যার অভাব তার সেই ভাবের) অবচ্ছেদক (বিশেষণ বা নিয়ামক) হয়, সেই অভাবকে বলে অন্যোন্যাভাব। অর্থাৎ একটি পদার্থে অন্য একটি পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভাব থাকে, (অর্থাৎ স্বরূপের অভাব থাকে), সেই অভাবকে এক পদার্থে অন্য পদার্থের অন্যোন্যাভাব বলে। 'অন্যোন্য' মানে পারস্পরিক। উভয় পদার্থেই উভয় পদার্থের স্বরূপের অভাব থাকে। যেমন ঘটে পটের (কাপড়ের) স্বরূপের অভাব থাকে অর্থাৎ পটত্ব থাকে না; আবার পটেও ঘটের স্বরূপের অভাব অর্থাৎ ঘটত্ব থাকে না। তাই এই অভাবকে বলে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ পারস্পরিক অভাব। উক্ত উদাহরণটিকে বলা যায় 'ঘটঃ পটো ন ভবতি' (ঘট পট নয়, অর্থাৎ কলসী কাপড় নয়)। এই অভাবের দ্বারা বিভিন্ন পদার্থের পারস্পরিক পার্থক্য সূচিত হয়। [লক্ষণে 'তাদাত্ম্যসম্বন্ধ' কথাটি গ্রহণ করে অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি নিবারণ করা হয়েছে।] *

আচার্য অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহের দীপিকা টীকায় বলেছেন যে, প্রতিযোগী (যার অভাব সেই পদার্থ) এক হলেও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম অথবা সংসর্গ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং তার ফলে অত্যন্তাভাবও নানা প্রকার হতে পারে। অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে সংসর্গ ভিন্ন ভিন্ন হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তার ফলে অন্যোন্যাভাবও নানা প্রকার হয়। কেবল দেবদত্ত নামক কোন ব্যক্তির অভাবে 'দণ্ডী নাস্তি' (দণ্ডধারী ব্যক্তি নেই) এরূপ বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) অভাবের প্রতীতি (জ্ঞান বা বোধ) হয়। তাই বিশিষ্ট অভাব একটি অতিরিক্ত অভাব। এইভাবে 'একসত্ত্বেঽপি দ্বয়ং নাস্তি' (এক থাকলেও দুই নেই অর্থাৎ যেখানে এক আছে সেখানে দুইয়ের অভাব আছে) এরূপ দ্বিত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অভাব থাকে। আবার যেখানে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে, সেখানেও সমবায় সম্বন্ধে ঘটাভাব থাকে। প্রতিটি ঘটের পৃথক পৃথক অভাব থেকে ঘটসামান্যের (ঘটমাত্রের) অভাবও ভিন্ন। এইভাবে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ভেদে অন্যোন্যাভাবও অনেক হয়। অবশ্য 'ঘটত্বেন পটো

→ অভাব আর অন্যোন্যাভাব তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অভাব।

নাস্তি' (ঘটত্বরূপে কাপড় নেই) এরূপ প্রতীতি হয় বলে তার দ্বারা অতিরিক্ত ব্যধিকরণ (ভিন্ন আশ্রয়ে অবস্থিত) ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অভাব স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ, কথাটির প্রকৃত অর্থ 'পটে ঘটত্ব নেই'। ব্যধিকরণ-ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অভাবকে অতিরিক্ত অভাব বললে তা কেবলান্বয়ী হবে। অভাবের অভাবকে অতিরিক্ত একটি অভাব বললে অনবস্থা দোষ হবে বলে অন্নংভট্ট মনে করেন। তাঁর মতে অভাবের অভাব প্রকৃতপক্ষে ভাবস্বরূপ। অবশ্য নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে অভাবের অভাব, ভাবস্বরূপ নয়, একটি অতিরিক্ত অভাব। তৃতীয় অভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম অভাবের স্বরূপ। তাই অনবস্থা দোষ হয় না। ধ্বংসাভাবের প্রাগভাব এবং প্রাগভাবের ধ্বংসাভাব প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগীর স্বরূপ, অতিরিক্ত কোন অভাব নয়—এই হল আচার্য অন্নংভট্টের মত।

ঘট ধ্বংসের প্রাগভাব → ঘট আর ঘটের প্রাগভাবের ধ্বংস → ঘট

৮১।। সর্বেষাং পদার্থানাং যথাযথমুক্তেষ্বন্তর্ভাবাৎ সপ্তৈব পদার্থা ইতি সিদ্ধম্।।

সন্ধিবিযুক্ত পাঠ—সর্বেষাম্ পদার্থানাম্ যথাযথম্ উক্তেষু অন্তঃভাবাৎ সপ্ত এব পদার্থাঃ ইতি সিদ্ধম্।।

শব্দার্থ—সর্বেষাম্ পদার্থানাম্—সব পদার্থেরই। যথাযথম্—যথাযথভাবে। উক্তেষু—উক্ত পদার্থগুলিতে। অন্তঃভাবাৎ—অন্তর্ভুক্তি সম্ভব বলে। সপ্ত এব—সাতটিই। পদার্থাঃ—